সফলভাবে চালু হল ই-ভোটিং কার্যক্রম

সম্প্রতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রথম বারের মত ব্যবহৃত হয়েছে ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা। এর ফলে সফলভাবে প্রথমবারেই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে ই-ভোটিং কার্যক্রম। ভোট চলছিল কিন্তু কোথাও কোনো হই চই নেই। নেই অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ। বাইরে অপেক্ষারত ভোটারের লাইনও বেশি বড় নয়। ভোট দিয়ে কম সময়েই বেরিয়ে আসছেন। ভেতরে গিয়ে শুধু পরিচয় শনাক্ত করা। তারপর তেমন কোনো কাজ নেই। ব্যালট পেপার, প্রার্থীর নাম, প্রতীক খোঁজা, সিল মারা এসব কোনো ঝক্কি নেই। গোপন কক্ষে ঢুকেই দেখা যাবে একটি ব্যালট ইউনিট। সেখানে প্রতিটি প্রার্থীর নাম ও তাঁর প্রতীকের পাশেই রয়েছে একটি করে সুইচ। পছন্দের প্রার্থীর বরাবরে সুইচটি চাপলেই হল। ভুল না হলে সেখান থেকেই শোনা যায় ভোট সঠিক হয়েছে। না হলে বলা হয় হয়নি। তারপর তাৎক্ষণিকভাবে সবার সামনে রাখা ডিসপে- ইউনিটে ভেসে ওঠে ভোটদানকারীর সংখ্যা। এভাবেই দেশে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হলো ই-ভোট (ইলেকট্রনিক ভোট)। ১৭ জুন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে নগরের ২১ নম্বর জামালখান ওয়ার্ডকে পরীক্ষামূলকভাবে বেছে নেওয়া হয়। এ ওয়ার্ডের ১৪টি কেন্দ্রে ই-ভোট হয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা হলো, এখানে ভোট নেওয়া শেষ হয় বিকেল চারটায়। আর ফলাফল পাওয়া যায় সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে।

ই-ভোট নিয়ে ভোটারদের মধ্যেও দেখা গেছে স্বস্তির মনোভাব। ই-ভোটিং প্রকল্পের প্রধান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের (আইআইসিটি) পরিচালক এস এম লুৎফুল কবীর বলেন, 'আমরা যতটুকু ধারণা করেছি, তার চেয়েও ভাল সাড়া পেয়েছি।'

ই-ভোটিং

ই-ভোট পরিচালিত হয় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএমের মাধ্যমে। এর চারটি ইউনিট রয়েছে। ব্যালট ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, ডিসপে- ইউনিট ও ব্যাটারি ইউনিট। ব্যালট ইউনিটে থাকে প্রত্যেক প্রার্থীর নাম ও প্রতীকের পাশে থাকে একটি করে সুইচ। এ সুইচটি একবার চাপ দিলেই ভোট দেওয়া হয়ে যায়। ভোট দেওয়া ঠিক হলে সুইচের পাশে থাকা ছোট বাতিটি জ্বলে ওঠে। আর মেশিনের ভেতর থেকে বলা হয়: 'ভোট সঠিক হয়েছে।' তবে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকা কন্ট্রোল ইউনিট থেকে ব্যালট সুইচটি চাপ দিলেই তা একটি ভোট দেওয়ার জন্য কার্যকর হয়। ভোট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আবার অকার্যকর হয়ে যায়। ইভিএম-এর সঙ্গে থাকে একটি বড় ডিসপে- ইউনিট। সঠিকভাবে ভোট দেওয়া হলে মোট ভোটের সঙ্গে তা যোগ হয় এবং ডিসপে- ইউনিটে তা দেখা যায়। ভোটিং মেশিন চালানোর জন্য সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে একটি করে স্মার্ট কার্ডভিত্তিক আইডি দেওয়া হয়। এ কার্ড ছাড়া কন্ট্রোল ইউনিট চালানো যায় না। ইভিএম মেশিনটি ব্যাটারিচালিত। ব্যাটারির স্থায়িত্ব ২০ ঘণ্টা। ব্যাটারির চার্জ কমে গেলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকা কন্ট্রোল ইউনিটে সংকেত আসবে। এরপর পুরনো ব্যাটারি খুলে নতুন ব্যাটারি লাগালে চলবে। ভোটিং মেশিনের একটি ব্যালট ইউনিটে ১৬ প্রার্থীর জন্য ব্যবস্থা থাকে। একটি আসনে প্রার্থীর সংখ্যা এর বেশি হলে দুটি কিংবা তিনটি এমনকি পাঁচটি পর্যন্ত ব্যালট ইউনিট একটির সঙ্গে আরেকটি সংযোগ দিয়ে ৮০ জন পর্যন্ত প্রার্থীর ভোট নেওয়া যাবে।

ভোট নেওয়া শেষ হলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটের ক্লোজ সুইচটি চেপে ভোট গ্রহণের সমাপ্তি টানবেন। এরপর ব্যালট ইউনিট আর কার্যকর করা যাবে না। এরপর

তথ্য কণিকা

বিশ্বের সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার তথা আইএসপি-র নাম কম্পুসার্ভ। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি।

প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিটে তার কার্ড ঢুকিয়ে ফাইনাল রেজাল্ট সুইচটি চাপলে প্রথম প্রার্থীর মোট ভোট কন্ট্রোল ইউনিটের ডিপে-তে দেখা যাবে। ফাইনাল রেজাল্ট সুইচটি দ্বিতীয়বার চাপলে দ্বিতীয় প্রার্থীর এবং এভাবে একের পর এক সব প্রার্থীর মোট ভোট দেখা যাবে।

এ মেশিন ব্যবহারের সুবিধা হচ্ছে ব্যালট ছাপানোর কাগজের খরচ ও তা পরিবহনের খরচ বাঁচবে। সাশ্রয় হবে ভোট গণনার কাজে নিয়োজিত লোকবলের খরচও। ভোটের ফলাফল নির্ভুলও দ্রুত পাওয়া যাবে। এতে বাতিল ভোট গ্রহণ করা হবে না। কেন্দ্র দখলের বিরুদ্ধেও রয়েছে প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে আইআইসিটি পরিচালক এস এম লুৎফুল কবীর বলেন, 'একজন ভোটার ব্যালট ইউনিটের সুইচটি একের পর এক যতবার চাপুন না কেন, প্রথমবারের ভোটটিই কেবল গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া ভোটার যদি দুটি সুইচের ওপর এক সঙ্গে চাপ দেন তাহলেও মেশিন ভোটটি গ্রহণ করবে না। মেশিন বলবে, হয়নি। এর অর্থ, এতে ভোট বাতিলের কোনো বিষয় নেই। সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কন্ট্রোল ইউনিট থেকে স্মার্ট কার্ডটি বের করে নিলে বা ক্লোজ সুইচটি চেপে দিলেই কেন্দ্র দখলকারীরা আর ভোটিং মেশিনে কোনো ভোট দিতে পারবে না। এ ছাড়া ভোটের তথ্যগুলো এক জায়গায় না লিখে মেশিনের চারটি জায়গায় লেখা থাকে বলে হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। এমনকি মেশিনটি ভেঙে ফেললেও তথ্য উদ্ধার করা যাবে। যদি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সঙ্গে ভোটারের গোপন আঁতাতের মাধ্যমে বারবার ব্যালট ইউনিট কার্যকর করে দেওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তা প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমত, একজন ভোটারের ভোট দেওয়া শেষ হওয়ার পর পাঁচ থেকে ছয় সেকেন্ডের মধ্যে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার চাইলেও ব্যালট ইউনিটটি আবার সক্রিয় করতে পারবেন না। একজন ভোটার ভোট দিয়ে বের হওয়ার পর অন্য একজন ভোটার বুথে প্রবেশ করার মধ্যে এরকম সময় এমনিতেই লেগে যায় বলে ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিরতি রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভোটার ভোট দেওয়া শেষ করা মাত্র বাইরের বড় ডিসপে-তে ভোটের সংখ্যাও এক বেড়ে যাবে। এ অবস্থাতেই যদি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট ইউনিটটি আবার সক্রিয় করে দেন তবে পোলিং এজেন্টরা সহজেই তা ধরে ফেলতে পারবেন।'

> **তথ্য কণিকা**
>
> জাভা প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ-এর স্রষ্টা হচ্ছেন জেমস গসলিং। কফিশপে বসে কফি খাওয়ার সময় জাভা নামটি মাথায় আসে তার।

ই-ভোটিং মেশিনে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মত একটি প্রোগ্রাম থাকে। নির্বাচন কমিশন এ প্রোগ্রামটি ভালভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করে। তাঁদের পর্যবেক্ষণ শেষে প্রোগ্রামটি মেশিনে ঢোকানো হয়। এটি যে চিপের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে তাকে ওটিপি বা ওয়ান টাইম প্রোগ্রামেবল চিপ বলে। একবার প্রোগ্রাম করা হলে সেই চিপটিতে নতুন করে আর প্রোগ্রাম করা যায় না। ফলে মাঠপর্যায়ে প্রোগ্রাম পরিবর্তনের যে আশঙ্কা তাও থাকে না।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগই এই ই-ভোট মেশিন উদ্ভাবন করে। এ প্রসঙ্গে বিভাগের পরিচালক এস এম লুৎফুল কবীর বলেন, '২০০৬ সালের দিকে আমাদের শিক্ষার্থীদের ভোটগ্রহণে স্বচ্ছতা নিরূপণের জন্য একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা ভাবতে বলি। এটি ছিল তাদের প্রাতিষ্ঠানিক (একাডেমি) কাজের বাইরের একটি দায়িত্ব। এক বছর পর তারা এর একটি ভিত্তি দাঁড় করায়। ২০০৭ সালে মার্চে বুয়েটের একটি সেমিনারে এই ই-ভোটের মেশিনটি নির্বাচন কমিশনের সংশি-ষ্ট কর্মকর্তাদের দেখানো হয়। কিন্তু তখন সরকার জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকায় এই পদ্ধতিটি স্থানীয় নির্বাচনে কাজে লাগানোর প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের নির্বাচনে আমরা এটি সফলভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি। এরপর ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে নির্বাচন কমিশন আমাদের ডেকে পাঠান। ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৪৯ নম্বর ওয়ার্ডে এটি পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালনা করার কথা বলেন। কিন্তু নির্বাচন না হওয়ায় পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ২১ নম্বর জামালখান ওয়ার্ডকে বেছে নেওয়া হয়।' এভাবে একটি ওয়ার্ডকে বেছে নেওয়ার শর্ত কী? যে ওয়ার্ডটি শহরের মধ্যে অবস্থিত এবং যেখানে শিক্ষিতের হার বেশি, তাকেই বেছে নেওয়া হয় বলে তিনি জানান। উলে-খ্য, বর্তমানে আইসিটির ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটেশন বিভাগ ই-ভোটিং পদ্ধতি তদারক করছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ভোটের পর ভবিষ্যতে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আরো বড় আকারে এর প্রয়োগ করা হবে বলেও জানা গেছে। ■

- সি নিউজ প্রতিবেদক

মাসিক সি নিউজ প্রযুক্তির কণ্ঠস্বর

Advertisement Rate

Location	Rate per Page
1st Page	BDT. 10,500/-
2nd Page	BDT. 9,500/-
3rd Page	BDT. 8,500/-
4th Page	BDT. 7,500/-
Cover Folding	BDT. 20,000/-
Front Cover Inner	BDT. 17,000/-
Back Cover	BDT. 25,000/-
Back Cover Inner	BDT. 15,000/-
Inner Right Side	BDT. 7,500/-
Inner Left Side	BDT. 6,500/-
Inner B/W Full Page	BDT. 3,500/-
Inner B/W Half page	BDT. 2,000/-

Advertisement Call @

House # 449, Road # 31 (5th Floor)
New DOHS, Mohakhali, Dhaka
Phone : 8714185-6, 01818141608
E-mail : touhid@cnewsvoice.com
Website : www.cnewsvoice.com